কুহক ও শাদা বাড়ি

অরুণ বসু

তন্নিষ্ঠ-হৃদয় শাদা বাড়িটির পাশে
ছিল কি নিমগ্ন-শিল্প, আদিরসাত্মক—
সৌম্য ক্রৌঞ্চমিথুনের ভয়ার্ত - উদ্ভাসে
দেখো ঝরনা, তরুলতা, প্রত্ন - কুরুবক

ফুটে আছে পর্ণে রমণীয়তা সুদূর
স্বর্ণে অগ্নিবর্ণ শিল্পবন্দিত - অক্ষরে
ওই সাদা বাড়িটির অঙ্গে সুমধুর
খেলা করে ছোটোপাখি যেন লজ্জা-ভরে

এভাবেই শিল্প, মধ্য - মধ্যমায়, ক্রমে
দ্যুলোক ভুলোকে খুব প্রচ্ছন্ন, সংহত
আদিরসাত্মক ওই ঝরনাজলে, ভ্রমে
স্নান করবার ছলে একাকী প্রণত

দেখি দ্বন্দ্ব প্রতিবন্ধ অন্য কোনো সুরে
কে বাজায় এ-কুহক শান্ত, সুমধুর

ভাঙনবেলা

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

ফেরিঘাটে মাঝি জানে, মোড়লের অট্টালিকা হয়েছে কী ক'রে;
হাটের চত্বরে জুয়া সাট্টা মদ থেকে ওঠে তোলা,
নানা হাতে অংশ যায় ঘাঁটি ছুঁয়ে উচ্চদিকে আরও—
শসা বেচে ক্লান্ত যুবা লটারির স্বপ্ন কিনে ফিরে আসে
জরাজীর্ণ ঘরে।

শনি মন্দিরে কিছু গাঁজাখোর আনন্দে বাজায় করতাল—
মাঠের আকাশে সন্ধ্যা টলে পড়ে, নেশায় আচ্ছন্ন চোখ লাল!

গাঁয়ের কিশোর আজ পণ্য হয়ে চলে যায় ক্ষুধার্ত শহরে:
যে পারে বর্ষার মাছ ধরে নিক, নদী কাদা- গোলা!
দৃশ্য এত স্বাভাবিক, আর নেই মাথাব্যথা কারও—
বাতিল বৃদ্ধের মতো দূরে বসে সম্ভ্রম এখন কাঁপে
অবসন্ন জ্বরে।

মাঝি দ্যাখে, কীভাবে ভাঙনবেলা কাছে আসে, ভেঙে পড়ে পাড়;
নৌকায় সামান্য আলো-চারদিকে ঘনঘোর আজ অন্ধকার!

অভ্যস্ত

ঋতব্রত মিত্র

একসঙ্গে আছি, তাই একসঙ্গে আছি
তোমার আমার সম্পর্কে খেলছি কানামাছি

ছাইরঙা মেঘে ভরছে আকাশ—আর কখনো রোদ
উঠবে? —না সে ভেবেই নিল সমস্ত ঋণ শোধ?

রামধনুতে তীর জুড়ে যেই ছুঁড়েছি চাঁদমারি
গান থেকে সুর হারিয়ে যাওয়ার ছদ্ম জুরিজারির

হাজার যোজন পথের পরেও লক্ষ যোজন পথ
দৌড়তে দৌড়তে যখন তোমার গতি শ্লথ

পিছন ফিরে দেখেছো কী দুরন্ত সমুদ্দুরে
জোয়ার-ভাঁটা খেলছে কেমন পুরোনো সেই সুরে!

টলমলে নৌকোয় চড়েছি —দাঁড় গিয়েছে ভেসে
ঢেউ এসে খুব ভিজিয়ে দুরে যাচ্ছে অবশেষে

অনেক দূরে আছি তাই একসঙ্গে আছি
একসঙ্গে আছি, তাই এক সঙ্গে আছি।

ছিনিমিনি

মলয় গোস্বামী

আমার খোঁজার শেষে পড়ে থাকা টিনের থালাটি
এক ভিখারিনি নিয়ে বাজাতে - বাজাতে গেল শহরের দিকে।

বাজায়। শব্দ হয়। বিপুল মাধুরী ভিখারিনির ঠোঁটের ওপরে
প্রেম হয়ে জুড়ে বসে। পথের মানুষজন যার যার কাজে চলে যায়...

থালাটি বাজায় ধীরে, জোরে জোরে, প্রলয়ের বেগে।
বাজায়, শব্দ হয়। শব্দ থেকে কিছু কথা তৈরি হয়ে, শেষে
শহরের গলির দিকে ছুটে গিয়ে, জীর্ণ এক, বস্তিতে মেশে।

কী কথা যে বলে থালা জানতে চায় না কেউ, কিন্তু ভিখারিনির
বাজানো-থালার গান শুকনো দুটি বুক নিয়ে করে ছিনিমিনি!

ছায়া

সুকুমার বাগচি

দামাল রোদের ছায়া যখন ঢাকছে চেনামুখ
যখন বিষাদপ্রভ জাফরান খেলা করে
চোখের ভিতর, অথবা যখন পারদের ওঠানামা
সম্মোহনে ডুবে যায় চৌরাস্তার মোড়ে—
যখন বৃষ্টির দিনে কোথাও উত্তাপ
নড়েচড়ে বসে, কোথাও সামন্তরাত
প্রবাল নৌকার খোঁজে কড়া নাড়ে সমুদ্রের সোনালি উয়ীষে
তুমুল ফোঁটার গায়ে প্রলম্বিত কুয়াশায়
ঢেকে যায় সমস্ত জানালা—

তখন তোমার ছায়া ঢেকে ফ্যালে মরশুমি শীত।

পরিপ্রশ্ন

অরুণ বসু

রাজাভাতখাওয়া থেকে অনেকটা ভিতরে
নীলিমাজড়িত পরিপ্রশ্নে, আঁখিলোরে
দেখেছি গৃহপালিত পশুরা দ্বৈরত্যে
পেরিয়ে শান্তালবাড়ি, জয়ন্তীর পথে...

পাহাড়ের ঢালে, ডলোমাইটের সুরে
গরিব ভুটিয়াবস্তি থেকে কাছে - দুরে
নিমীলিত ঐশ্বর্যের বিশ্বস্ত-বিতান
ভেসে আসে যেন সুভাষিত তার গান

যেন-বা প্রণীত দুটি অনীকিনী-স্তন
যৌনতায় শত শলঝরনার মতন
ছুঁয়ে সান্দ্র মেঘমালা কখন নীরবে
উধাও পাখির ডাকে ফিরবে সে কবে

অর্জুনের বাহুবলে জয়ন্তীর পথে
আমি নীল দুর্বাঘাস — দেখি জয়দ্রথে

প্ল্যানচেট

অঞ্জন চক্রবর্তী

এত শান্ত সরে থাকে
শ্বাসটুকু আছে কিনা ভাবি

রহস্য মোম জ্বেলে
তেপায়া টবিলে ঘিরে
রাতে বসি মিডিয়াম হয়ে

তোমার শরীর নেই জানি

তবু যদি কোনোদিন
যদি মাত্র একদিনও

তোমার না শরীর
আমার আশরীরে মিশে

ধুন্ধুমার প্ল্যানচেটে প্রেতলোক টলে যায়
যদি...

কোনও গাছ

সমর দেব

কার কাছে নালিশ জানাবি সোনার খাঁচায় বসে সঙ্গীহীন কেটে গেল
কয়েকটি দশক স্বপ্ন ছিল তাতে তবু তারাই তো কেটে নিলো পাখা
দাঁড়ের ময়না তুই আজন্মা মাথা কুটে গেলি সমস্ত মধ্যাহ্ন প্রহর জুড়ে
আউড়ে গেলি অনর্গল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ শিখিয়েছে যারা পোষে তোকে
কত ঝড় আসে দুলে ওঠে সমস্ত গাছের শাখা বৃষ্টি নামে দিগন্ত ছাপিয়ে
বড় মুখে ভিজে যায় কালো গাই লবণের সুস্বাদু ঘ্রাণ বয়ে আনে হাওয়া
বসে বসে নির্লিপ্ত ভিজে যায় সমস্ত প্রকৃতি আর নদী গাছ পাহাড় পর্বতশ্রেণী
নির্লিপ্ত বয়ে যায় এই মহাবাহু মাথার উপরে তার ঘনকৃষ্ণ মেঘ দোলে
নতুন বীজের স্বপ্নে থেকে যায় ধারাবর্ষণ ফরসা হয়ে আসে গভীর মেঘের দল

পেজা তুলো ওড়ে কাশফুল ঢলে পড়ে অনুপম লাস্য জাগে যুবতী শরীরে
ঋতু যায় পাল্টে পাল্টে শীত আসে খরা আসে চড়কের আগমনে
ভেসে আসে বাসন্তীবার্তা সব দেখে গেলি তুই অসহায় দর্শকের মতো
ইহ আর পরকাল বিভাজিত হয়ে থাকে খাঁচার দু'পারে কোনওদিন
দরজা যদি খুলে যায় অথবা দুষ্টু ছেলে খুলে দেয় দুরন্ত আগলখানি
কোনও গাছ চিনবে কি তোকে, তোরও চেনা রয়ে যাবে বাকি।